সিসিটিভি দেখে শনাক্ত, গাজীপুরের সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলায় পাঁচ আসামি গ্রেপ্তার

সংগৃহীত ছবি

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার মাত্র ২৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রধান আসামি কেটু মিজান, তার স্ত্রী গোলাপি ও সহযোগীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ও র‍্যাব-১। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে শনাক্তের পর গাজীপুর ও ঢাকার তুরাগে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) ও র‍্যাব-১ এর যৌথ অভিযানে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলার প্রধান আসামি মিজান ওরফে কেটু মিজান, তার স্ত্রী গোলাপি, স্বাধীন, আল আমিন ও আরেক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জিএমপি'র অতিরিক্ত কমিশনার (অপরাধ) তাহেরুল হক চৌহান জানান, গত বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টা ৫৮ মিনিটে চান্দনা চৌরাস্তা মসজিদ মার্কেটের সামনে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয় তুহিনকে। ঘটনার পরপরই পুলিশের একাধিক দল সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে হামলাকারীদের শনাক্ত করে। এরপর শুক্রবার রাত ১০টার দিকে গাজীপুর সদর উপজেলার ভবানীপুর থেকে কেটু মিজান ও তার স্ত্রী গোলাপিকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার তুরাগ থেকে আল আমিনকে আটক করা হয়। অন্যদিকে, স্বাধীনকে শিববাড়ী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-১।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারকৃতরা সক্রিয় ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য এবং পূর্বে নানা অপরাধে জড়িত ছিল। ফুটেজে দেখা যায়, চাপাতি হাতে দৌড়াচ্ছে দাড়িওয়ালা ও টুপি পরা কেটু মিজান, সাদা শার্ট ও জিনস পরা অবস্থায় অস্ত্র হাতে স্বাধীন এবং শুরুতে দেখা দেওয়া নারী হচ্ছেন গোলাপি।

নিহত আসাদুজ্জামান তুহিন (৩৫) ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে গাজীপুরের পালের মাঠ এলাকায় থাকতেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি একটি ইউনানি ওষুধ কোম্পানির ডিলার হিসেবে কাজ করতেন।

এই হত্যাকাণ্ডে সাংবাদিক সমাজ, পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শোক ও ক্ষোভ নেমে এসেছে। সর্বস্তরে খুনিদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।